আল্লাহর সন্তুষ্টিই হলো সবচেয়ে বড় বিষয়

13-July-2023

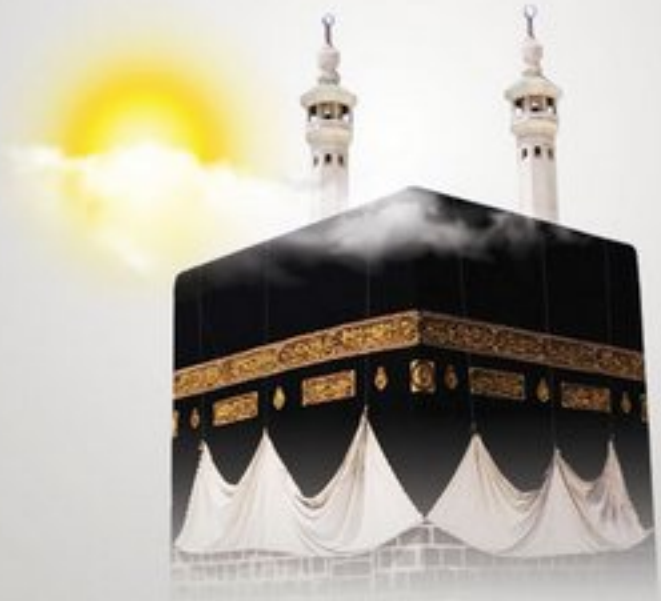

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ، فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ তোমাদের মজলিস সমূহকে আমার উপর দরূদ পাঠ করার দ্বারা সজ্জিত করো, কেননা আমার উপর তোমাদের দরূদ পড়াটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নুর হবে।

(জামে সগির, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ৩টি আমল

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একজন সাহাবিয়ে রাসূল, তিনি বলেন: একদিন **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার হাত ধরলেন আর বললেন: يَا اَبَا سَعِيْدٍ ثَلَاثَةٌ مَنْ قَالَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ হে আবু সাঈদ! যে ব্যক্তি তিনটি বিষয়ের স্বীকৃতি দেয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হযরত আবু সায়্যিদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সেই তিনটি জিনিস কী কী? বললেন: مَنْ رَضِیَ بِاللهِ رَبًّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِيْناً وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا, (১): অর্থাৎ যে **আল্লাহ পাক** প্রতিপালক হওয়ার, (২) ইসলাম দ্বীন হওয়ার এবং (৩) **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) রাসূল হওয়ার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়। **(মুসনদে আহমদ, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৯, হাদীস: ১১১০২)**

এক হাদীসে পাকে وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ এইভাবে রয়েছে, অর্থাৎ যে বান্দা **আল্লাহ পাক**কে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও হযরত **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) রাসূল হওয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। **(মুসলিম, ৭৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৮৪)**

ঈমানের মিষ্টতা নসীব হয়

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাজান, হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِیَ بِاللهِ رَبًّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا অর্থাৎ যে **আল্লাহ পাক**কে প্রতিপালক হওয়ার, ইসলামকে দ্বীন হওয়ার এবং **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবী হওয়ার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলো, সে ঈমানের মিষ্টতা পেয়ে গেলো। **(তিরমিযি, ৬১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬২৩)**

ওলামায়ে কেরামগণ বলেন: যেমনিভাবে আমাদের জিহ্বাকে চোষণ করা ও স্বাদ পরীক্ষা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে আমাদের অন্তরেও রূহানিয়্যতের (উদাহরণস্বরূপ ইবাদত ইত্যাদির) স্বাদ অনুভব করার যোগ্যতাও দেয়া হয়েছে। আমরা আমাদের জিহ্বায় কোনো জিনিস রাখলে তখন বুঝতে পারি যে এই জিনিসটা মিষ্টি নাকি টক, ঠান্ডা নাকি গরম। ✯ একইভাবে যখন আমরা নামায পড়ি তখন আমাদের হৃদয় নামাযের স্বাদ অনুভব করে। ✯ যখন আমরা রোযা রাখি তখন অন্তর রোযার স্বাদ অনুভব করে থাকে। ✯ আমরা তিলাওয়াত করি ✯ যিকির-আযকার করি ✯ নেকীর দা'ওয়াত দিই ✯ নাত শরীফ পাঠ করি ✯ ইলমে দ্বীন শিখি, মোটকথা যে কোনো নেকী করি না কেনো আমাদের

অন্তরে ঐসব আমলের স্বাদ অনুভব করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু যেমনিভাবে অনেক সময় যখন আমরা অসুস্থ হয়ে যাই, জ্বর আসে তখন মুখের স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়, সব কিছু তিক্ত মনে হয়, একইভাবে যখন অন্তর রোগাক্রান্ত হয়, অন্তরে উদাসীনতার পর্দা পড়ে, অন্তর গুনাহের কারণে কালো হয়ে যায়, অহংকার, স্বার্থপরতা, দুনিয়ার ভালবাসা, সম্পদের ভালবাসা ইত্যাদি বাতেনী রোগসমূহ অন্তরে বাসা বাঁধে তখন আমাদের অন্তরও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এরপর, না নামায পড়ার স্বাদ পাওয়া যায়, না রোযা রাখার আনন্দ মিলে। নেকীর কাজে মন লাগে না, এমনকী অন্তর থেকে ঈমানের নুর এবং তার স্বাদ দূর হয়ে যায়। যার এই অবস্থা হয়, তার উপর আবশ্যক হলো সে যেন তার অন্তরের চিকিৎসা করে আর তার চিকিৎসার উপায় কী? আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি উপায় আমাদেরকে বাতলে দিয়েছেন যে বান্দা **আল্লাহ পাক** প্রতিপালক হওয়া, ইসলামকে দ্বীন হওয়া এবং হযরত **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবী হওয়ার ব্যাপারে সত্য মনে রাজি হয়ে যাওয়া, এর বরকতে গুনাহের অন্ধকার দূর হয়ে যাবে, অন্তর পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং সে ঈমানের নুরানিয়্যত অনুভব করতে থাকবে।

(লমআতুল তানকিহ ফি শরাহ মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৭৮-৭৯, হাদীসের ব্যাখ্যা: ৯)

শায়খে মুহাক্কিক, আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে বান্দা তিনটি বিষয় (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক**কে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং হযরত **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবী হওয়ার) ব্যাপারে অন্তর থেকে রাজি হয় না, সে ঈমানের স্বাদ পাবে না, তার কাছে বাহ্যিকভাবে ঈমান হয়তো থাকবে কিন্তু ঈমানের রূহ তার মধ্যে থাকবে না। **(লমআতুল তানকিহ ফি শরাহ মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৭৮, হাদীসের ব্যাখ্যা: ৯)**

সন্তুষ্টির তিনটি স্তরের ব্যাখ্যা

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাক আমাদের প্রতিপালক এর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ার অর্থ কী? এই প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরাম সন্তুষ্টির তিনটি স্তর বর্ণনা দিয়েছেন:

সন্তুষ্টির প্রথম স্তর

আল্লামা কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ** আমার রব এর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ার এক অর্থ হলো বান্দার **আল্লাহ পাক** ব্যতীত কাউকে রব হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়া, অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** ব্যতীত ঐসব বস্তু যেগুলোকে মুশরিকগণ তাদের রব হিসেবে মানে, বান্দা ঐসব কিছুকে অস্বীকার করে সত্য মনে স্বীকার করবে যে **আল্লাহ** এক, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনিই আমাকে রিযিক দান করেন, তিনিই আমাকে পালন করেন, তিনি আমাকে শ্বাস দান করেছেন, তিনিই আমাকে জীবন দান করেছেন, তিনি ব্যতীত কোনো প্রতিপালক ছিলো না, আর কেউ হবেও না। **(আল মাফহুম লিমা আশকাল মিন তালখিস মুসলিম, ১ খন্ড, পৃষ্ঠা: ২১০)**

সন্তুষ্টির এই স্তরটি আমাদের ঈমানের মূল, তা ব্যতীত কেউ মুসলমান হতেই পারে না।

সন্তুষ্টির দ্বিতীয় স্তর

আল্লাহ পাক আমার রব এর উপর রাজি হয়ে যাওয়াটা আরেক স্তর, যার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুযুর দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজভেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সন্তুষ্টি হলো এই যে পাওয়া ও না-পাওয়া উভয় ক্ষেত্রে অন্তরের অবস্থা একইরকম থাকা। **(কাশফুল মাহযুব, পৃষ্ঠা: ২৫৫)**

অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** নিয়ামত দান করেছেন, তখনো অন্তর প্রশান্ত থাকা আর **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন তখন ঐ অবস্থায়ও অন্তর প্রশান্ত থাকা, একে বলে **আল্লাহ পাক** প্রতিপালক হওয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা।

আল্লাহ পাকের উপর রাজি হওয়া কাকে বলে?

হযরত রাবিয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا **আল্লাহ পাকে**র একজন অলী, অনেক নেককার ও ইবাদতগুজার ছিলেন। একদিন তিনি উপস্থিত ছিলেন, তাঁর সামনে এক ব্যক্তি দোয়া করলো: হে **আল্লাহ পাক**! আমার উপর রাজি হয়ে যাও।

এই দোয়া করা অবশ্যই জায়িয, সাধারণত এমন দোয়া করাও হয়। কিন্তু আউলিয়ায়ে কামিলীনের ধরন অন্যরকম।তো, হযরত রাবিয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا যখন ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে এই দোয়া করতে শুনলেন তখন বললেন: হে লোক! তোমার কি লজ্জা করছে না! **আল্লাহ পাকে**র কাছে তাঁর সন্তুষ্টির দোয়া করছো অথচ খোদ তুমি তাঁর উপর রাজি নও।

কাছে বসা এক ব্যক্তি বললো: বান্দা **আল্লাহ পাকে**র উপর রাজি হয়ে যাওয়ার অর্থ কী? বললেন: যখন তোমরা বিপদের সময়ও ঐভাবে খুশি হবে যেভাবে নিয়ামত পেলে খুশি হও, তখন বলা হবে তুমি **আল্লাহ পাকে**র উপর সন্তুষ্ট। **(ইহয়াউল উলুম, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৬৬)**

উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ এসে বলে যে তুমি কোটি টাকার লটারি জিতেছো তখন আমাদের অন্তরের অবস্থা কেমন হবে? আমরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবো, মন খুশি হয়ে যাবে, মুখ উজ্জল হয়ে যাবে, এমন

মনে হবে যে হয়তো কোনো স্বপ্ন দেখছি। অন্যদিকে যদি কেউ এসে বলে: তোমার দোকানে আগুন লেগেছে এবং সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে গেছে, তখন আমাদের অন্তরের অবস্থা কেমন হবে? অন্তর পেরেশানিতে ডুবে যাবে, চেহারায় দুশ্চিন্তার প্রভাব স্পষ্ট হবে। হায় আমি শেষ হয়ে গেলাম, বরবাদ হয়ে গেলাম- হয়তো এমন কথা বলতে থাকবো।

হযরত রাবিয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর বাণীর উদ্দেশ্য হলো যেমনিভাবে বান্দা ধন সম্পদ পেয়ে খুশি হয়, তেমনিভাবে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সংবাদ শুনেও খুশি হতে হবে, তখন সেটাকে বলা হবে এই ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**র উপর সন্তুষ্ট।

ভালো, মন্দ তকদীর আল্লাহর পক্ষ থেকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়, আমরা ছোটবেলা থেকেই পড়ে ও শুনে আসছি: وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى তকদীরে প্রতিটি ভালো মন্দ বিষয় **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে আসে, ✯ আমরা নিয়ামত প্রাপ্ত হই এটাও **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে ✯ কোনো মুসিবত আসে তো তাও **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে ✯ সম্পদ মিলে, এটাও **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে ✯ দরিদ্রতার সম্মুখীন হই তো তাও **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে ✯ সুস্থতা **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে ✯ অসুস্থতাও **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে, মোটকথা তকদীরের প্রতিটি ভাল ও মন্দ **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে। সুতরাং যখন বান্দা এটা স্বীকার করে যে **আল্লাহ পাক** তার প্রতিপালক হওয়াতে সে সন্তুষ্ট তখন তার উচিৎ যে **আল্লাহ পাকে**র প্রতিটি ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। যদি নিয়ামত

পাওয়াতে খুশি হয় তাহলে বিপদের সময়ও খুশি থাকা। **আল্লাহ পাকে**র কোনো ফয়সালার উপরই অসন্তুষ্ট না হওয়া এবং মুখে অভিযোগ না করা। হ্যাঁ! **আল্লাহ পাকে**র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সহজতার দোয়া করাতে কোনো অসুবিধা নেই!

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْـَٔلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ (হে **আল্লাহ**! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং প্রতিটি অমঙ্গল থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি)।

ছেলের মৃত্যুতে মুচকি হাসলেন...!

হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় অলী ছিলেন, মানুষ তাঁকে কখনো হাসতে দেখেনি। খোদাভীতি, কবর ও আখিরাত, হিসাব নিকাশ, পুলসিরাত ও জাহান্নামের আযাব ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনায় মশগুল থাকতেন।

হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একজন পুত্র, হযরত আলী বিন ফুযাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনিও অনেক নেককার, মুত্তাকী, খোদাভীতিসম্পন্ন ও মাতাপিতার খুবই বাধ্য সন্তান ছিলেন। হযরত আলী বিন ফুযাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে তিনি সূরা যিলযাল সম্পূর্ণ পাঠ করতেন। সূরা যিলযালে কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা রয়েছে, এজন্য যখন তিনি সূরা যিলযাল পাঠ করতেন এবং শুনতেন তখন খোদাভীতির কারণে কান্না করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যেতেন- এমন মুত্তাকী ছিলেন তিনি।

হযরত আলী বিন ফুযাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যুবক থাকা অবস্থায় ইন্তিকাল করলেন। যাদের সন্তান আছে তারাই বুঝতে পারবেন যে জোয়ান ছেলের মৃত্যু কেমন মর্মান্তিক হয়! কিন্তু কুরবান হয়ে যান! হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্য, যখন এই সংবাদ দেয়া হলো - আপনার ছেলে ইন্তিকাল করেছে তখন তিনি কান্না করলেন না, হায় হুতাশ করলেন না বরং তাঁর চেহারায় মুচকি হাসি ভেসে উঠলো। লোকজন খুবই অবাক হলো, জিজ্ঞাসা করলো: হুযুর! তাজ্জব ব্যাপার, সাধারণত আপনি হাসেন না, আজ আপনার জোয়ান ছেলে ইন্তিকাল করলো, এখন তো দুঃখিত হওয়ার সময়, অশ্রু বহানোর সময় আর আপনি হাসছেন। হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই সুন্দর একটি উত্তর দিলেন, বললেন: **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি এতেই ছিলো, সুতরাং আমি তার সন্তুষ্টিতেই সন্তুষ্ট।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ৬৮ পৃষ্ঠা)

اَللهُ اَكْبَرُ! এটাকে বলে; **আল্লাহ পাকে**র প্রতিপালক হওয়ার উপর রাজি থাকা। **আল্লাহ** আমার রব, তিনি আমার ব্যাপারে যে ফয়সালা করেন, তা আমি কবুল করি, মন ও প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করি, খুশিমনে মেনে নিই। আহ! আফসোস! আমাদের অবস্থা একদম উল্টো, আমাদের ঘরে যদি একটি গ্লাস ভেঙে যায় তো আমরা রাগে লাল হয়ে যাই। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে শোরগোল করতে থাকি। গাড়ির চাকার হাওয়া চলে গেলে আমাদের সহ্য হয় না। শীত বেশি পড়লে, গরম বেশি পড়লে, সামান্য জ্বর এলে, মাত্র একদিন দোকানের মাল বিক্রি কম হলে, বেতন (***Salary***) পেতে দেরি হলে আমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা আসতে থাকে, মুখে অভিযোগ চলে আসে।

اَللّٰہُ اَللّٰہُ তিনি কেমন মহান ব্যক্তি ছিলেন! নওজোয়ান, অত্যন্ত মুত্তাকী, মাবাবার বাধ্য সন্তান ইন্তিকাল করলো আর হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুচকি হাসছেন, কেন...? কেননা রবের সন্তুষ্টিই এতেই ছিলো।

সন্তুষ্টির তৃতীয় স্তর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক আমার রব এ কথার উপর রাজি থাকার তৃতীয় স্তর যে স্তরে অটল থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক হওয়া উচিৎ। এই স্তরটি কী? হযরত আবু আলী দাক্কাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সন্তুষ্টি এ নয় যে বান্দার কষ্ট অনুভবই হবে না বরং সন্তুষ্টি হলো বান্দা **আল্লাহ পাকে**র কাছে অভিযোগ করবে না। **(রিসালা কুশাইরিয়া, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)**

ব্যথা অনুভব হোক, বিপদ আসুক, কোথাও আঘাত লাগুক, কোনো কাছের আত্মীয় ইন্তিকাল করুক, দরিদ্রতা আসুক, অসুস্থতা আসুক, এ সবকিছু অনুভূত হোক। হৃদয় চিন্তিত হয়ে যাক, চোখ দিয়ে কান্না বের হোক, এতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু জরুরী হলো অন্তরে কুমন্ত্রণা এলে তার দিকে মনোযোগ না দেয়া, মুখে অভিযোগ না করা বরং অন্তর থেকে **আল্লাহ** ফয়সালার উপর রাজি থাকা। হুযুর গউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: اَلْاِعْتِرَاضُ عَلَى الْحَقِّ مَوْتُ الدِّيْنِ وَ مَوْتُ التَّوْحِيْدِ وَ مَوْتُ التَّوَكُّل অর্থাৎ **আল্লাহ পাকে**র ব্যাপারে আপত্তি করা দ্বীনের মৃত্যু, তাওহীদের মৃত্যু এবং তাওয়াক্কুলেরও মৃত্যু। **(আল ফাতহুর রবক্ষানী, ৯-১০ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের ব্যাপারে আপত্তি করা স্পষ্ট কুফর এবং আপত্তিকারী কাফের ও মুরতাদ। **আল্লাহ পাকে**র ব্যাপারে

আপত্তি করা থেকে বেঁচে থাকা শরীয়তের হুকুম এবং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত শরীয়তের হুকুম মেনে চলা। **আল্লাহ** খালিক ও মালিক, তাঁর সৃষ্টি করা বান্দা তাঁর ব্যাপারে আপত্তি করা তাঁর সাথে কঠিন বেয়াদবি। مَعَاذَ الله যদি আপত্তি করার অনুমতি দেওয়া হতো তবে যার যা আসতো তাই বলে দিতো, যেমন - **আল্লাহ পাক** অমুক কাজটি কেন করেছেন ? অমুক কাজটি কেন করেননি? তাঁর এরকম নয়, এরকম করা উচিত ছিলো ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদি আমরা বিবেক দিয়ে চিন্তা করি তবে বুঝতে পারবো যে আপত্তি করাটাই ভুল। কারণ, আপত্তি তার ব্যাপারে করা যায় যার মধ্যে কোনো খুঁত থাকে বা ভুল থাকে বা ভুল সিদ্ধান্ত ইত্যাদি নেয়। অথচ **আল্লাহ পাকে**র মহান সত্তা সব ধরনের ভুল ভ্রান্তি থেকে পবিত্র। হ্যাঁ! এটা ভিন্ন বিষয় যে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি অনেক বিষয়ের প্রজ্ঞা বুঝতে পারে না। অতএব মুসলমানদের উচিৎ **আল্লাহ পাকে**র প্রতিটি কাজকে হিকমতপূর্ণ মনে করা, তার আকলে বুঝে আসুক বা নাই আসুক। মুখে আনা তো বহুদূর মনেও যেন আপত্তিকে স্থান না দেয়।

(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে সোওয়াল জাওয়াব, ১৪১-১৪২ পৃষ্ঠা)

সন্তুষ্টি কেন জরূরী?

হে আশিকানে রাসূল! আমরা হলাম বান্দা আর বান্দার এই অধিকার নেই যে সে তার প্রতিপালকের ফয়সালার উপর আপত্তি করবে। **আল্লাহ পাক** আমাদের রব, তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাদের জীবন দান করেছেন, তিনিই আমাদের রিযিক দান করেন, তিনিই আমাদের জন্য যমিনকে বিছানা স্বরূপ বিছিয়ে দিয়েছেন, তিনিই

আমাদের জন্য নীল আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন, নানা রকমের নেয়ামত তিনিই আমাদেরকে দান করেন, তিনিই আমাদের খালিক, তিনিই আমাদের মালিক। আমরা তাঁরই বান্দা আর বান্দার কর্তব্য হলো যে আপন প্রতিপালকের সিদ্ধান্তের উপর রাজি থাকা। আসলে আপত্তি **আল্লাহ পাকে**র ফয়সালার উপর নয় বরং আমাদের ঐসব কামনার উপর করা উচিৎ যা **আল্লাহ পাকে**র ইচ্ছার বিপরীত। যেমন - **আল্লাহ পাক** আমাকে গরীব বানিয়েছেন, তারপরও আমার অন্তরে যদি বড় লোক হওয়ার ইচ্ছা থাকে তবে ঐ ইচ্ছাকে খারাপ বলা উচিৎ। আচ্ছা, বান্দার অন্তরে এমন ইচ্ছা কেনো আসবে যা তার প্রতিপালকের ইচ্ছার পরিপন্থী? ইমাম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লেখেন: তকদীর থেকে যা কিছু প্রকাশ পায়, তার সামনে নিজের ইচ্ছাকে সোপর্দ করে দেয়া, এটাকে বন্দেগি বলা হয়ে থাকে। **(রিসালা কুশাইরিয়া, ৩৬৪ পৃষ্ঠা)** হযরত রূওয়াইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি বান্দার ডান হাতের উপর পুরোটা জাহান্নামে রেখে দেয়া হয় তবে (এ নিয়ে আপত্তি করা তো দূরের কথা, তার উচিৎ যে) এও যেন না বলা যে- হে **আল্লাহ পাক**! এটাকে বাম হাতের উপর রেখে দাও। **(রিসালা কুশাইরিয়া, ৩৬০ পৃষ্ঠা)**

এক হাদীসে কুদসিতে, **আল্লাহ পাক** বলেন: আমিই **আল্লাহ**, আমি ছাড়া ইবাদতের কেউ যোগ্য নেই, ব্যস যে আমার (দেয়া) বিপদের উপর ধৈর্যধারণ করে না, আমার নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করে না আর আমার তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকে না, তার উচিত আমি ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিপালকের অনুসন্ধান করা। **(মু'জামে কবীর, খন্ড: ২২, পৃষ্ঠা: ৩২১, হাদীস: ৮০৭)**

اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** দেখুন! কেমন মন্দ কথা! যে বান্দা **আল্লাহ পাকে**র তকদীরের উপর, তাঁর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট

থাকে না, তাকে ধিক্কার দেওয়া হচ্ছে, তাকে বলা হচ্ছে যে তার বান্দা বলে দাবি করার কোনো অধিকার নেই। মূলত বান্দা তো সেই, যে **আল্লাহ পাকে**র ফয়সালার উপর রাজি থাকে।

বান্দা হওয়া কাকে বলে?

পূর্ববর্তী যুগে আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারে গোলাম বেচা কেনা করা হতো। একবার হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একজন গোলামের প্রয়োজন পড়লো। তিনি বাজারে গেলেন, একজন গোলাম কিনলেন আর তাকে ঘরে নিয়ে আসলেন। তিনি সেই গোলামকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার নাম কী? গোলাম বললো: যে নামে আপনি ডাকবেন, তাই আমার নাম হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কী খেতে অভ্যস্ত? গোলাম বললো: আপনি যা খাওয়াবেন। অতঃপর বললেন: কোনো ইচ্ছা থাকলে বলো! গোলাম বললো: আপনার যা ইচ্ছা, তাই আমার ইচ্ছা। আমি তো গোলাম আর গোলামের এ ব্যাপারে কোনো অধিকার থাকে না। এতে হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভাবতে লাগলেন: হায়! আমিও যদি **আল্লাহ পাকে**র এমন অনুগত হতাম তাহলে কতই না ভালো হতো। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ৭৮ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে রাসূল! বান্দা (অর্থাৎ গোলাম) হওয়া একে বলে। বান্দা হলো সেই যার কোনো প্রত্যাশা নেই, যার নিজের কোনো ইচ্ছা নেই। বান্দা সর্বদা মালিকের ইচ্ছায় চলে, এজন্য আমাদেরও উচিত যে দরিদ্রতা আসুক, পেরেশানি আসুক, বিপদ আসুক, যা কিছু হোক না কেন, আমরা **আল্লাহ পাকে**র ফয়সালার উপর রাজি থাকবো, কখনো মুখে কোনো অভিযোগ আনবো না।

আল্লাহ্ পাক যে অবস্থায় রাখেন, তাই ভালো

ইমাম শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বান্দার জন্য শানে বন্দেগি হলো যে বান্দা প্রত্যেক অবস্থায় **আল্লাহ পাকে**র উপর সন্তুষ্ট থাকা, কোনো ক্ষেত্রেও অন্তরে পেরেশানি আসতে না দেয়া, যা কিছু দান করা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি কিছু আশা না কর। এজন্য যে **আল্লাহ পাক** আমাদের মঙ্গলের ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অধিক অবগত, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَیْـٴًـا وَّ هُوَ خَیْرٌ لَّكُمْۚ وَعَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَیْـٴًـا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْؕ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۠ (۲۱۶)

(পারা ২, বাকারা, আয়াত ২১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং সম্ভবতঃ তোমাদের নিকট কোন বিষয় অপছন্দ হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হয়; এবং সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর হয়। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না।

ইমাম শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এটা থেকে বোঝা গেলো **আল্লাহ পাক** যা কিছু দান করেছেন যেই অবস্থায় রেখেছেন, যদি বান্দা তা ব্যতীত ভিন্ন কিছু আশা করে তবে সে মূলত এটা দাবী করে যে সে **আল্লাহ পাকে**র চেয়ে বেশি জ্ঞানী আর বান্দা মূর্খ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

(আনওয়ারুল কুদসিয়া ফি বয়ান আদাবুল আবুদিয়া, ৩০ পৃষ্ঠা)

اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ! **হে আশিকানে রাসূল!** মনোযোগ দিন! যদি আমরা **আল্লাহ পাকে**র ইচ্ছায় রাজি না থাকি, যা কিছু **আল্লাহ পাক** দান করেছেন, তার উপর সন্তুষ্ট না থাকি, যে অবস্থায় **আল্লাহ পাক** রেখেছেন, ঐ অবস্থায় খুশি না হই তাহলে দেখুন! বিষয়টি কতো দূর পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। এটা

মূলত এ কথা দাবী করা যে বান্দা **আল্লাহ পাকে**র চেয়ে বেশি জানে অথচ এরকম কখনো হতে পারে না। **আল্লাহ পাকে**র জ্ঞানই পরিপূর্ণ, কেউ তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী নেই, তিনি তাঁর ইলমে আযলী (অনাদি জ্ঞান) দ্বারা যা জেনেছেন আর যা আমাদের জন্য উত্তম ছিলো, তাই দান করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত আমরা যেন সর্বাস্থায় **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকি।

পায়ে আঘাত লাগলো কেন?

হযরত লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, তিনি একদিন তাঁর ছেলেকে বললেন: তোমার সামনে যে কোনো বিষয় আসুক, তোমার ভালো লাগুক বা মন্দ, তোমার অন্তরে এটাই রাখো যে তা তোমার জন্য উত্তম। ছেলে বললো: বাবাজান! এই বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন! এরকম কিভাবে হতে পারে যে প্রতিটি বিষয় আমার জন্য উত্তমই হবে? হযরত লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: এক জনপদে **আল্লাহ পাকে**র একজন নবী عَلَيْهِ السَّلَام অবস্থান করছেন, চলো! তাঁর খেদমতে উপস্থিত হই, তিনি আমাদেরকে আরও চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দেবেন। সুতরাং উভয়ে (বাবা ছেলে) সফরের পাথেয় নিলেন, দুইটি পশুর উপর আরোহন করলেন আর ইলমে দ্বীন শিখার জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন প্রচন্ড গরম ছিলো, সফর দীর্ঘ ছিলো, পথিমধ্যে খাবার ও পানি শেষ হয়ে গেলো, বাপ ছেলে দুইজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়লো, পশুও থেমে গেলো। এখন দুজনেই পশুর উপর থেকে নেমে পায়ে হাঁটা শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর গিয়ে হযরত লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক দূরে কোথাও ধোঁয়া উড়তে দেখেন। মনে মনে আশা

করলেন যে জনবসতি কাছেই কিন্তু তার সাথে একটা সমস্যাও দেখা দিলো- একটা চোখা হাঁড় গিয়ে তাঁর পুত্রের পায়ে বিঁধলো, এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে রক্ত বইতে লাগলো। অনেক দিনের মুসাফির, তীব্র গরম, পানি নেই, খাবার নেই, এহেন অবস্থায় রক্তপাত হয়ে হযরত লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো এবং বেহুঁশ হয়ে গেলো, ছেলের এই অবস্থা দেখে হযরত লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চোখ দিয়ে অশ্রু বইতে লাগলো। তিনি খুব কষ্টে সেই হাঁড় পা থেকে বের করলেন, পট্টি বাঁধলেন। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর ছেলের জ্ঞান ফিরে এলো। তখন তাঁর ছেলে বললো: বাবাজান! আমরা মুসাফির, প্রচন্ড গরম, পানি শেষ হয়ে গেছে, এই অবস্থায় আমি ব্যথাও পেয়েছি। না আমাদের সামনে অগ্রসর হওয়ার শক্তি আছে, না আমরা ফিরে যেতে পারবো। আমাদের পাশে দাঁড়াবে এমন কেউই নেই। বলুন, এসবকিছু আমার জন্য ভালো কীভাবে হতে পারে? হযরত লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: বাবা! এই যে বিপদ আমাদের উপর পড়লো, হতে পারে এর মাধ্যমে কোনো বড় বিপদ আমাদের থেকে দূর করে দেয়া হয়েছে। তখনো এই কথাগুলো চলছিলো হযরত লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দেখলেন দূর থেকে কেউ আসছে। তিনি একটু স্বস্তি পেলেন কিন্তু খুবই দ্রুত সে দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এরপর তিনি একটি আওয়াজ শুনলেন, اَنْتَ لُقْمَان তুমি কি লোকমান? বললেন: জি হ্যাঁ! আমি লোকমান। জিজ্ঞাসা করলেন: লোকমান হাকিম? বললেন: লোক তো এরকমই বলে। জিজ্ঞাসাকারী পূনরায় বললো: তোমার ছেলে কী বলেছে? হযরত লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কে? সামনে আসছো না কেনো? আওয়াজ আসলো: আমি জিবরীল, আমি শুধুমাত্র নবী ও ফেরেশতাদের

দেখা দিই। বললেন: যদি আপনি জিবরীল হয়ে থাকেন, তাহলে তো আপনি আমাদের অবস্থা সম্পর্কে জেনে থাকবেন? হযরত জিবরীল عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে একটি শহরে আযাব অবতীর্ণ করার জন্য প্রেরণ করেছেন, যখন আমি ওখানে পৌঁছি তখন জানতে পারলাম যে তোমরা দুইজনও ঐ শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছো, সুতরাং আমি **আল্লাহ পাকে**র কাছে দোয়া করলাম: হে **আল্লাহ!** এই দুইজনকে ঐ শহরে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখো, আমার দোয়া কবুল হলো আর তোমার ছেলে আঘাতপ্রাপ্ত হলো। যদি এমন না হতো আর তোমরা শহরে প্রবেশ করতে তাহলে তোমরাও শহরবাসীদের সাথে আযাবে পতিত হতে।

(আর রিয়াআনুল্লাহ বাক্ব দ ইয়া লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা)

اَللّٰه! اَللّٰه! **হে আশিকানে রাসূল!** বোঝা গেলো; আমাদের সাথে যাই ঘটুক না কেনো, তা ভালোর জন্যই হয়। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে যে অবস্থাতেই রাখেন, ঐ অবস্থাই আমাদের জন্য ভালো। এজন্য আমাদের উচিত **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা, কখনো মন খারাপ না করা এবং মুখে অভিযোগের বাক্য না আনা।

আল্লাহ পাক সকলকে পরিপূর্ণই দান করেছেন

হযরত মূসা ও হযরত হারূন عَلَيْهِمَا السَّلَام ফেরাউনের কাছে নেকীর দাওয়াত দিতে গেলেন। ফেরাউন জিজ্ঞাসা করলো:

فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ﴿۴۹﴾

(পারা ১৬, ত্ব-হা, আয়াত ৪৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মূসা! তোমরা উভয়ের প্রতিপালক কে?

এটার উত্তরে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِیْۤ اَعْطٰى كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ﴿۵۰﴾

(পারা ১৬, ত্ব-হা, আয়াত ৫০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মূসা বললো: আমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সেটার উপযোগী আকৃতি প্রদান করেছেন অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।

মুফাসসিরিনে কেরাম এই আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা অনুযায়ী এর অর্থ হলো - প্রতিপালক হলেন তিনি যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে, বিশেষ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর প্রতিটি জিনিসকে তার কাজ অনুযায়ী আকৃতিও দান করেছেন, অতঃপর প্রতিটি বস্তুকে তার যোগ্যতা ও কাজ অনুযায়ী মাধ্যমসমূহও দান করেছেন। সাথে সাথে ঐসব মাধ্যমসমূহকে ব্যবহার কীভাবে করবে, তার পথপ্রদর্শনও করেছেন। যেমন **আল্লাহ পাক** চোখ সৃষ্টি করেছেন দেখার জন্য, তাতে দেখার যোগ্যতা দান করেছেন। কান সৃষ্টি করেছেন শ্রবণ করার জন্য, কানে তার কাজ অনুযায়ী আকৃতিও দান করেছেন এবং শ্রবণ করার যোগ্যতাও দান করেছেন। সুতরাং পরিপূর্ণতা হলো যে প্রতিটি বস্তুর একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে এবং একটি বিশেষ কাজ রয়েছে, কান শুনতে পায় কিন্তু দেখতে পায় না, চোখ দেখতে পায় কিন্তু শুনতে পায় না - এইভাবে পৃথিবীর সমস্ত জিনিসকে তার নিজের আলাদা একটি উদ্দেশ্য, নিজস্ব পৃথক কাজের জন্য বানানো হয়েছে, প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্যতা ও কাজ অনুযায়ী আকৃতি ও রূপ দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে মাধ্যম দেয়া হয়েছে আর ঐ মাধ্যমসমূহ ব্যবহার করার নির্দেশনাও দান করা হয়েছে।

(রূহুল মাআনী, পারা: ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৫০, অংশ: ১৬, খন্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৬৮৩)

ইমাম শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: এই আয়াত সাব্যস্ত করছে যে **আল্লাহ** তাঁর পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞা অনুযায়ী যাকে যা

দান করেছেন, তার জন্য পরিপূর্ণতা হলো সেটাই ✯ নবীদেরকে নবুয়ত দান করেছেন তাঁদের জন্য নবী হওয়াই পরিপূর্ণতা ✯ অলীদেরকে বেলায়ত দান করেছেন তাঁদের জন্য বেলায়ত হলো পরিপূর্ণতা ✯ ওলামায়ে কেরামদেরকে ইলম দান করেছেন, তাঁদের জন্য তাই হলো পরিপূর্ণতা। মোটকথা যাকে যাই দান করা হয়েছে, তাকে পরিপূর্ণই দান করেছেন। **(আনওয়ারুল কুদসিয়া ফি বয়ান আদাবুল উবুদিয়া, ৩০ পৃষ্ঠা)**

একে এভাবে বুঝে নিন যে **আল্লাহ পাকে**র দরবার থেকে যার যা কিছু মিলেছে তা ১০০ পার্সেন্টই মিলেছে, কাউকেই কম দেয়া হয়নি। হ্যাঁ! যার যার ১০০ পার্সেন্ট তার যোগ্যতা ও শক্তি অনুযায়ী। উদাহরণস্বরূপ একটি নার্সারি ক্লাসের শিক্ষার্থী, তাকে যদি নার্সারিতে ১০০ পার্সেন্ট নাম্বার দেয়া হয় তবে সে কোন ক্লাসে উত্তীর্ণ হবে? ওয়ানে। তেমনিভাবে একজন **B.A** এর শিক্ষার্থী, তাকে ১০০ পার্সেন্ট নাম্বার দেয়া হয়, সে কোন ক্লাসে উঠবে? **M.A** তে। তো, এই পার্থক্য কেনো? উভয়ে ১০০ পার্সেন্ট নাম্বার পেয়েছে অথচ একজন ওয়ানে আর অন্যজন **M.A** তে, কেনো? একদম স্পষ্ট কথা, নাম্বার যদিওবা উভয়ে সমান (অর্থাৎ ১০০ পার্সেন্ট) পেয়েছে কিন্তু উভয়ের যোগ্যতা ভিন্ন ছিলো, উভয়ের সামর্থ্য ছিলো আলাদা। যদি নার্সারির শিক্ষার্থী ১০০ পার্সেন্ট নাম্বার পাওয়ার কারণে **M.A** তে বসিয়ে দেয়া হতো অথবা **B.A** এর শিক্ষার্থীর ১০০ পার্সেন্ট নাম্বার পাওয়ার কারণে ওয়ানে বসিয়ে দেয়া হতো তাহলে উভয়ে নিজেদের মূল্য হারাতো, উভয়ে ভারসাম্যহীন হয়ে যেতো।

একইভাবে দুনিয়াতে **আল্লাহ পাক** প্রত্যেককেই পূর্ণতাই দান করেছেন। যে ধনী, তারও ১০০ পার্সেন্ট মিলেছে আর যে গরীব তারও

১০০ পার্সেন্টই মিলেছে। অবশ্য এক একজনের কর্মদক্ষদতা আলাদা, এক একজনের সামর্থ্য এক এক রকম। যদি গরীব ব্যক্তিকে ১৫০ পার্সেন্ট দিয়ে তাকে ধনী করে দেয়া হতো অথবা ধনী লোককে ৫০ পার্সেন্ট দেয়া হতো তাহলে উভয়ে নিজেদের মূল্য হারিয়ে ফেলতো, উভয়ে ভারসাম্যহীন হয়ে যেতো কিন্তু কুরবান হয়ে যান! **আল্লাহ পাক** বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, তিনি প্রত্যেককে ১০০ পার্সেন্টই দান করেছেন আর যাকে যা কিছু দান করেছেন, তার জন্য তাই হলো পরিপূর্ণতা।

হাদীসে কুদসিতে রয়েছে, **আল্লাহ পাক** বলেন: আমার কিছু বান্দা রয়েছে যাদের জন্য দরিদ্রতাই উত্তম, যদি আমি তাদেরকে ধনী বানাতাম তাহলে তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যেতো আর কিছু বান্দা হলো তারা, যাদের জন্য ধনী হওয়া উত্তম, যদি আমি তাদেরকে গরীব বানাতাম তাহলে তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যেতো।

(মিরাতুল মাফাতীহ, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩১৪, হাদীসের ব্যাখ্যা: ২৪৫৯)

তার জন্য তো অন্ধ হওয়াই ভালো

আল্লাহ পাকের নবী হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام একবার ঝর্ণার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তিনি দেখলেন একটি বাচ্চা নদীতে গোসল করছিলো যার সাথে একীট অন্ধ (***Blind***) বাচ্চাও ছিলো।সে ঐ বাচ্চাকে পানিতে ডুবিয়ে ডানে বামে পালিয়ে যাচ্ছিলো আর ঐ বাচ্চা তাকে খুঁজতে চাইতো কিন্তু সফল হতো না। তার এই অবস্থা দেখে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দয়া হলো। তিনি **আল্লাহ পাকে**র দরবারে দোয়া করলেন- হে **আল্লাহ**! একেও তুমি দৃষ্টিশক্তি দান করো। যখন ঐ অন্ধ বাচ্চা চোখ খুলল আর সুস্থ বাচ্চাকে দেখলো, তখন ঐ সুস্থ বাচ্চাকে ধরে পানিতে এমনভাবে ডুবালো

যে বাচ্চাটা মারা গেলো। তারপর আরেকজনকে ধরলো, তাকেও ডুবিয়ে হত্যা করলো। এই দৃশ্য দেখে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কষ্ট পেলেন আর দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ!** এ তো অন্ধই ভালো ছিলো। সুতরাং তার দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ছিনিয়ে নেয়া হলো। **(আঁসো কা দরিয়া, ২৫২ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে রাসূল! যখন **আল্লাহ পাক** প্রত্যেককে পূর্ণতা দান করেছেন, **আল্লাহ পাকে**র দরবার থেকে যার যাই মিলছে, তা ১০০ পার্সেন্টই মিলেছে, প্রত্যেকেই যে যে অবস্থানে আছে, ঐ অবস্থাটই তার জন্য উত্তম- যদি তাই তবে বলুন! অভিযোগ করার দরকার কী? অভিযোগ তো তখন করা হয়, যখন আমাদের সাথে অবিচার করা হয়। এখানে অবিচার তো করা হয় নি বরং প্রত্যেককে পরিপূর্ণই দান করা হয়েছে, প্রত্যেককে তার সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী উত্তম অবস্থায় রাখা হয়েছে। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা যেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকি। এরপরও যে **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকে না, অভিযোগ করে, সে মূলত চায় যে- চোখ শ্রবণ করুক আর কান দেখুক, যা কিনা স্পষ্ট মূর্খতা। কান তো দেখার জন্য নয় শোনার জন্য, চোখ শোনার জন্য নয় দেখার জন্য, সুতরাং **আল্লাহ পাক** যাকে যেখানে রেখেছেন, যে অবস্থায় রেখেছেন, তার উচিত তাতে সন্তুষ্ট থাকা, কখনো মুখে অভিযোগ না করা।

সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট থাকা ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: طُوْبٰى لِمَنْ هُدِىَ لِلْاِسْلَامِ وَكَانَ رِزْقُهٗ كَفَافًا وَرَضِىَ بِهٖ অর্থাৎ সুসংবাদ হলো তার জন্য যাকে

ইসলামের পথ প্রদর্শন দান করা হয়েছে, প্রয়োজনুসারে রিযিক দেয়া হয়েছে আর সে তাতে সন্তুষ্ট। **(ইহয়াউল উলুম, ৫/১৫৯। তিরমিযি, ৫৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৪৯)**

কবর থেকে উড়ে জান্নাতে প্রবেশকারী

একটি হাদীসে পাকে রয়েছে: যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন **আল্লাহ পাক** আমার উম্মতের একটি দলকে ডানা দান করবেন, যার সাহায্যে তারা নিজেদের কবর থেকে উড়ে জান্নাতে চলে যাবে আর ওখানে যেমন চাইবে উপভোগ করবে। ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে: তোমরা হিসাব দিয়ে ফেলেছো? তারা বলবে: আমরা হিসাব দিই নি। ফেরেশতারা পূনরায় জিজ্ঞেস করবে: তোমরা কি জাহান্নাম দেখেছো? তারা বলবে? আমরা কোনো কিছু দেখিনি। তখন ফেরেশতারা তাদেরকে বলবে: তোমরা কার উম্মত? ঐ সৌভাগ্যবান জান্নাতীরা বলবে: আমরা ইমামুল আম্বিয়া, হযরত **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত। ফেরেশতারা বলবে: আমরা তোমাদেরকে **আল্লাহ পাকে**র শপথ দিচ্ছি, বলো দুনিয়াতে তোমাদের কী আমল ছিলো? তারা উত্তর দেবে: আমাদের ২টি স্বভাব ছিলো, যার কারণে আমরা **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও অনুগ্রহে এই মর্যাদায় পৌঁছতে পেরেছি; (১) আমরা নির্জনেও **আল্লাহ পাকে**র নাফরমানি করাতে লজ্জাবোধ করতাম আর (২) আমরা **আল্লাহ পাকে**র দান করা স্বল্প রিযিকে সন্তুষ্ট থাকতাম। **(কুতুল কুলুব, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬৫)**

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! **হে আশিকানে রাসূল!** চিন্তা করে দেখুন! কিয়ামতের ৫০ হাজার বছরের দিন, মানুষ কবর থেকে উঠে ময়দানে মাহশরের দিকে রওয়ানা করবে। আহ! সেই উত্তপ্ত তামার জমিন, সোয়া মাইল দূরে আগুন

ঝরানো সূর্য, অত্যন্ত গরম! আবার আমলনামা হাতে পাওয়া, হিসাব নিকাশের কার্যাদি, পুলসিরাত পার হওয়ার ধাপ, পুলসিরাতও কেমন? চুলের চেয়েও চিকন, তলোওয়ারের চেয়েও ধারালো, ১৫০০ বছরের রাস্তা। একদিকে মানুষ এমন ভয়ানক বিপদে পতিত হবে আরেকদিকে **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট, একাকীতেও **আল্লাহ পাকে**র নাফরমানি করা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিরা কবর থেকে উড়ে উড়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। তারা হাশরের ময়দানের তাপ দেখবে না, হিসাব নিকাশ, পুলসিরাতও দেখবে না। سُبْحٰنَ الله! ভেবে দেখুন! এ কেমন সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে। হায় যদি! আমরাও এমন হয়ে যেতাম, হায়! আমরাও যদি **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট, জনসম্মুখে ও একাকীতে গুনাহ থেকে বিরত, আপন প্রতিপালকের অনুগত বান্দা হয়ে যেতাম।

আল্লাহ পাককে রাজি করার পদ্ধতি

ইমাম গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে বান্দাকে পরকালে যে নেয়ামতসমূহ দান করা হবে, তার মধ্য হতে বড় ও উচ্চ স্তরের নেয়ামত হলো **আল্লাহ পাক** বান্দার উপর রাজি হয়ে যাওয়া। **আল্লাহ পাক** কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন:

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ
(পারা ১০, তাওবা, আয়াত ৭২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর **আল্লাহ**র সন্তুষ্টি সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস।

অর্থাৎ জান্নাতের নেয়ামত সমূহের মধ্য হতে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হবে **আল্লাহ পাক** জান্নাতীদের উপর রাজি হয়ে যাবেন, কখনো নারাজ হবেন না। **(তাফসীরে খাযিন, পারা: ১০, সূরা তাওবা, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৭২, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৬১)**

হাদীসে পাকে রয়েছে: **আল্লাহ পাক** ঈমানদারদের উপর ঈমানের তাজাললী দান করবেন আর হুকুম করবেন : আমার কাছ থেকে চাও! এতে জান্নাতীরা আরয করবে: হে **আল্লাহ পাক**! আমরা তোমার সন্তুষ্টি চাই। **(মু'জামে আওসাত, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৬৬, হাদীস: ২০৮৪)**

দেখুন! জান্নাতীরা জান্নাতে পৌঁছে, **আল্লাহ পাকে**র তাজাললী দেখেও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করবে, বোঝা গেলো; **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি পাওয়া এটা পরকালের নেয়ামতসমূহের মধ্য হতে সবচেয়ে বড় নেয়ামত আর তা মিলবে কীভাবে? ইমাম গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এটা (আখিরাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত) এই অবস্থায় মেলে যে বান্দা দুনিয়াতে **আল্লাহ পাকে**র উপর সন্তুষ্ট থাকে।

একবার বনী ইসরাইল হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমতে আরয করলো: হে **আল্লাহ পাকে**র **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাকে**র কাছে এমন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন যখন আমরা তা আমল করবো তখন **আল্লাহ পাক** আমাদের উপর রাজি হয়ে যাবেন। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকে**র দরবারে বনী ইসরাইলের আরজি পেশ করলেন, এতে **আল্লাহ পাক** বললেন: হে মূসা! বনী ইসরাইলদের বলে দাও! তারা যেনো আমার উপর রাজি থাকে, আমি তাদের উপর রাজি হয়ে যাবো।

(ইহইয়াউল উলুম, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৬০)

শায়খ আবু আলী দাক্কাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক শাগরিদ বলতেন: আমি যদি এটা জানতে পারতাম যে **আল্লাহ পাক** আমার উপর রাজি আছেন নাকি নেই? জিজ্ঞাসা করা হলো: তা কীভাবে? বললেন: আমি **আল্লাহ পাকে**র উপর রাজি হই তো তিনিও আমার উপর রাজি আছেন ।

(রিসালা কুশাইরিয়া, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

বন্যা থেমে গেলো

বলা হয়ে থাকে: কোনো গ্রামে এক নেককার বুযুর্গ বসবাস করতো, সমস্ত লোক তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতো। তাঁর মাধ্যমে দোয়া করাতো। ঐ গ্রামের কাছে একটি নদী প্রবাহিত হতো, একবার এমন হলো যে নদীর বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। পানি গ্রামের দিকে বইতে লাগলো, লোকজন খুবই চিন্তায় পড়ে গেলো আর দৌড়ে নেককার বুযুর্গের খেদমতে এসে দোয়ার জন্য আরয করলো। ঐ নেককার বুযুর্গ বললেন: যাও! কোদাল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে আসো! সকলে জলদি কোদাল ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হলো। বুযুর্গ স্বয়ং নিজে একটি কোদাল হাতে নিলেন আর সকলকে নিয়ে নদীর পারে গেলেন। সকলেই মনে করলো যে নদীর বাঁধ বাঁধা হবে কিন্তু সেই নেককার বুযুর্গ এর বিপরীত করলেন। নদীর বাঁধ বাঁধার পরিবর্তে, যেটা বাকী ছিলো, সেটাও ভাঙ্গা শুরু করলেন। তা দেখে লোকেরা অনেক ভয় পেয়ে গেলো আর ফিরে গেলো। এখন লোকজনের কাছে কোনো উপায় নেই, সকলে ভীতসন্ত্রস্ত। বন্যার কবল থেকে বাঁচার জন্য সন্তান সন্ততিদের নিয়ে ছাদের উপর উঠে গেলো। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তারা দেখলো; নদীর পানি যা গ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো তা থেমে গেছে আর সেই নেককার বুযুর্গ কাঁধের উপর কোদাল রেখে ফিরে আসছেন। সকলে খুবই অবাক হলো, ঘটনা কী? জলদি ছাদ থেকে নেমে নেককার বুযুর্গুর খেদমতে উপস্থিত হলো, আর জিজ্ঞাসা করলো: হুযুর! ঘটনা কী? বন্যা কীভাবে থেমে গেলো? বললেন: আমি অবশিষ্ট বাঁধ ভাঙ্গছিলাম, অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: হে বান্দা! কেনো ভাঙছো? আমি বললাম: নিশ্চয়ই এই বাঁধ **আল্লাহ পাকে**র হুকুমেই ভেঙেছে, সুতরাং যেহেতু **আল্লাহ পাকে**র ইচ্ছা যে সমুদ্রের পানি গ্রামের দিকে যাক তো আমি

তার উপর সন্তুষ্ট। তাই পানির রাস্তা খুলে দিচ্ছি। আওয়াজ আসলো: হে বান্দা! যেহেতু তুমি আমার ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট, তবে যাও! আমি তোমার ইচ্ছাকে পূরণ করে দিচ্ছি। ব্যস এই কারণে বন্যা থেমে গেলো।

سُبْحٰنَ الله! বোঝা গেলো! যদি আমরা **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায় তো اِنْ شَآءَ الله **আল্লাহ পাক** আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন আর যদি **আল্লাহ পাক** আমাদের উপর রাজি হয়ে যায় তো! اِنْ شَآءَ الله তরী পার হয়ে যাবে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফিক দান করুক।

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার অভ্যাস করার জন্য অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে; যেমন **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার ফযীলত পড়ুন, **আল্লাহ পাকে**র নেককার বান্দা যারা সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকে, তাঁদের জীবনী পাঠ করুন (এর জন্য ইহয়াউল উলুম, খন্ড: ৫ থেকে সন্তুষ্টির বয়ান পাঠ করা উপকারী), একইভাবে কষ্ট, বিপদ, পেরেশানি, দরিদ্রতা ইত্যাদির কারণে পাওয়া প্রতিদান সম্পর্কে অধ্যয়ন করুন (উদাহরণস্বরূপ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা গরীবরাই কল্যাণে রয়েছে আর অসুস্থ আবিদ অধ্যয়ন করুন)। এটার বরকতে اِنْ شَآءَ الله **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার মানসিকতা হবে।

১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি কাজ: সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা, নেককার নামাযী হওয়ার এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা পাওয়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামী দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, যেলি হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে ভরপুর অংশগ্রহন করুন। যেলি হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্য হতে একটি কাজ হলো সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন করা। বর্তমান সময়ের মন্দ কার্যাদির মধ্য হতে একটি মন্দ বিষয় হলো মানুষ ইলমে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, দ্বীনি কিতাবাদি পাঠ করার স্পৃহা নেই বললেই চলে, পূর্ববর্তী লোকেরা ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করতো, সুতরাং তাদের দ্বীনি বিষয়েও জানা থাকতো এবং জীবনও পবিত্র থাকতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী ঘরে ঘরে ইলমে দ্বীনির আলো পৌঁছিয়ে দিচ্ছে, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিশেষত্ব হলো তিনি স্বয়ং নিজেও ইলমে দ্বীনের প্রতি অনেক আগ্রহী এবং আশিকানে রাসূলদেরকেও দ্বীনি কিতাবাদি পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। তিনি প্রতি সাপ্তাহে একটি দ্বীনি রিসালা পাঠ করতে বলেন। পুস্তিকাটি সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাঠ করা যায়।

আপনারাও পাঠ করুন! اِنْ شَآءَ الله অনেক উপকৃত হবেন, দ্বীনি বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। ইলমে দ্বীনের সাওয়াব পাবেন, দ্বীনি কিতাবাদি পাঠ করার দ্বারা বুদ্ধির বিকাশ ঘটে দৃষ্টি বিস্তৃত হয়, হিকমত অর্জিত হয়, চিন্তাভাবনা পবিত্র হয় এবং জীবনে পরিবর্তন আসে। আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা মতে কিতাব অধ্যয়ন করার দ্বারা মস্তিষ্ক রোগ ব্যধি থেকে নিরাপদ থাকে।

প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত সাপ্তাহিক রিসালা পাঠ করার নিয়্যত করে নিন! শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সাপ্তাহিক রিসালা পাঠকারীদের বিভিন্ন দোয়া দ্বারাও ধন্য করেন। আমরা যদি সাপ্তাহিক রিসালা পাঠ করি তবে কী জানি **আল্লাহ পাকে**র নেককার বান্দা, অলীয়ে কামিলের মুখ থেকে নির্গত দোয়া আমাদের হকে কবুল হয়ে যায় আর দুনিয়া ও আখিরাতে তরী পার হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পীরানে পীর, হুযুরে গউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি অর্জনের ২টি পদ্ধতি বলেছেন, তিনি বলেন: (১) যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকতে চাই, তার উচিত মৃত্যুকে সব সময় স্মরণ রাখা কেননা মৃত্যুর স্মরণ দুনিয়াবী বিপদাপদকে সহজ বানিয়ে দেয় (২) যেই বিষয়ে অন্তরে অভিযোগ আসে, বান্দার উচিত ঐ বিষয়ে অভিযোগ করার পরিবর্তে, **আল্লাহ পাকে**র কাছে দোয়া করা। যেমন কারো অসচ্ছলতা দেখা দিলো অথবা কোনো রোগ হলো, এখন তার অন্তরে যদি কুমন্ত্রণা আসে তো তার উচিত দরিদ্রতা বা রোগের জন্য অভিযোগ না করা বরং **আল্লাহ পাকে**র দরবারে দোয়া করা: হে **আল্লাহ পাক**! আমার দরিদ্রতা দূর করে দাও, হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে এই রোগ থেকে আরোগ্য দান করো। এইভাবে নিজের হৃদয়কে অভিযোগের পরিবর্তে, দোয়ার মধ্যে মশগুল রাখা। এটার বরকতে اِنْ شَآءَ الله অন্তর হালকা হয়ে যাবে এবং **আল্লাহ পাক** চান তো **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার তাওফিকও মিলে যাবে। **(আল ফাতহুর রবক্ষানী, ১১১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রূহানী চিকিৎসা বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর ৮০টির চেয়েও অধিক বিভাগ রয়েছে যেই বিভাগের মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার প্রসারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্য হতে একটি বিভাগ হলো "রূহানী চিকিৎসা" বিভাগ, যেটা দিন - রাত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেরেশানগ্রস্ত উম্মতের পেরেশান দূর করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه পেরেশানগ্রস্ত উম্মতের আগ্রহের আলোকে এই বিভাগের পক্ষ থেকে প্রতিমাসে লাখো অসুস্থ ব্যক্তি ও পেরেশানগ্রস্ত লোকদের মধ্যে প্রায় ৪ লক্ষের চেয়েও বেশি তাবিয ও অযিফায়ে আত্তারীয়া **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য বিনামূল্যে বন্টন করা হয়ে থাকে। তাবিযাতে আত্তারীয়ার বরকতে শুধুমাত্র কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা শহর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং মুর্শিদের দেশের প্রতিটি প্রদেশের হাজারো শহরের মধ্যে অসংখ্য স্টল বসানো হয়ে থাকে, এর পাশাপাশি অন্যান্য দেশে যেমন সাউথ আফ্রিকা, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ এবং হিন্দের মধ্যে ও অন্যান্য দেশের মধ্যেও তাবিযাতে আত্তারীয়ার হাজারো স্টলের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের সময়সূচি (*Prayer Times*) অ্যাপের পরিচিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর আইটি ডিপার্টমেন্ট নামাযের সময়সূচি (***Prayer Times***) নামক খুবই চমৎকার একটি মোবাইল অ্যাপ্লিক্যাশন চালু করেছে ✯ ঐ অ্যাপ্লিক্যাশনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মধ্যে যেকোনো স্থানেও সময় ও কেবলার দিক জানা যায় ✯ এছাড়াও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচির মাসিক টাইমটেবল

☆ যিকির (রূহানী চিকিৎসা) ☆ মাদানী চ্যানেল রেডিও ☆ নামাযের সময়ে মোবাইল সাইলেন্ট (*Silent*) করার সুবিধা ও ইসলামী ক্যালেন্ডার বিদ্যমান রয়েছে। আপনাদের মোবাইলে এই অ্যাপ্লিক্যাশনটি ইনস্টল করে নিন এবং অপরকেও উৎসাহিত করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জুতা পরিধান করার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে জুতা পরিধান করার কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো, কেননা মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জুতা পরিধান করা অবস্থায় থাকে যেনো সে আরোহন অবস্থায় রয়েছে।" (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হবে) **(মুসলিম, হাদীস: ১১৬১)** (২) জুতা পরিধানের পূর্বে ভালভাবে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা বা কংকর ইত্যাদি থাকলে তা বের হয়ে যায়। (৩) সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরিধান করুন এরপর বাম পায়ের। খুলতে প্রথমে বাম পায়ের জুতা অতঃপর ডান পায়ের। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তখন বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ের জুতা পরিধানের সময় প্রথমে এবং খুলতে সর্বশেষে হয়।" **(বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৫৫)**

☆ পুরূষ পুরূষালী ও মহিলারা মেয়েলী জুতা পরিধান করবে।

ঘোষণা

জুতা পরিধান করার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে সুতরাং সেগুলো জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ

পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد